সংবাদ

তারিখ ... 3 JUN 2003 ...

সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে ভোটার প্রবেশের আগ মুহূর্তে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন।

ঢা.বি সিনেট নির্বাচন সম্পন্ন, ৬৩.৮৩ শতাংশ ভোট পড়েছে, আজ ভোট গণনা

অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ব্যাপক উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ২৩,২৯৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৪,৮৬৯ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। ভোট প্রদানের শতকরা হার ৬৩.৮৩। জাতীয়তাবাদী ঐক্যপরিষদ এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদের প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। দু'পক্ষই নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। তবে গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে বেশকিছু অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

২২ ও ২৭শে মে ঢাকার বাইরে ৩৪টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ৩৪টি কেন্দ্রে মোট ৪,৫৪৭ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এবং শারীরিক শিক্ষাচর্চা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ চলে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭,১৯৯টি এবং শারীরিক শিক্ষাচর্চা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৩,১২৩টি। আজও ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল সকাল ৮টা থেকেই টিএসসি এবং শারীরিক শিক্ষাচর্চা কেন্দ্র এলাকায় ব্যাপকসংখ্যক ভোটার উপস্থিত হতে শুরু করে। সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হলে প্রচণ্ড গরমে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটারদের ভোট

অভিযোগ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

অভিযোগ ঃ অনিয়মের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিতে দেখা যায়। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা জাতীয়তাবাদী ঐক্যপরিষদ এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্রার্থীদের পক্ষে তৎপরতা চালায়। এ সময় অনেক প্রার্থীকে ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা যায়। ভোটগ্রহণ চলাকালে মাঝে-মধ্যে ভোটারদের অতিরিক্ত চাপ এবং কিছু কিছু অনাকাঙ্খিত লোকের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের কারণে ভোটগ্রহণে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয় বলে গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

ভোটগ্রহণশেষে গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ সাংবাদিকদের কাছে বেশকিছু অনিয়মের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, গত ২ দিনে প্রায় ২ হাজার ডুপলিকেট ভোটার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। এতো ব্যাপক সংখ্যায় ডুপলিকেট কার্ড অতীতে আর কখনও ইস্যু করা হয়নি। তিনি বলেন, অফিসারদের চেয়ারে বসে সাদা দলের শিক্ষকরা কার্ড ইস্যু করেছেন, এটি অবৈধ। ভোট গ্রহণে কোন কারচুপি হয়েছে কি না এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ বলেন, আমরা সরাসরি কারচুপির কথা বলতে পারছি না। নির্বাচনকে অন্যভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে। নির্বাচন গ্রহণ করছেন কি না এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ মুহূর্তে তা বলতে পারছি না। আগামীকাল জানাবো। তিনি সুষ্ঠু ভোট গণনার দাবি জানিয়ে বলেন, আমাদের সন্দেহ রয়েছে সুষ্ঠু ভোট গণনার ব্যাপারে, ভোট গণনায় যারা নিয়োজিত তারা অধিকাংশ জামাতপন্থী। আমাদের দাবি গণমাধ্যম কর্মীদের ভোট গণনার সময় যেন উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়।